গল্পে গল্পে হাদীস শিখি

প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর

ভাষান্তরে
মাও. মিজানুর রহমান ফকির

সম্পাদনায়
আবদুল্লাহ মজুমদার

প্রকাশকের কথা.....

যথোপযুক্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যই। আর দুরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম এর উপর, যিনি উম্মতের কল্যাণে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন।

তিনি শিশুদেরকে ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে সময় দিতেন। তাই কীভাবে শিশুদেরকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড় তুলব সেটাই আমাদের ভাবনার বিষয়। বিশেষ করে শিশুরা গল্পের বই পড়তে বেশি পছন্দ করে থাকে। তাই আমাদের বাচ্চাদের কী ধরনের গল্পের বই পড়তে দিব, কোন ধরনের বই আমাদের বাচ্চাদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে সে চিন্তা থেকেই শিশুদের উপযোগী একটি বই প্রকাশের ইচ্ছে বহুদিনের।

দেখতে দেখতে, প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর 40 HADITHS FOR CHILDREN WITH STORIES বইটি হাতে পরে। চমৎকার উপস্থাপনা এবং হাদীসের সাথে গল্পের শিক্ষা আমাকে খুবই মুগ্ধ করে।

আশা করি বইটি শিশুদের গল্প পড়ার ইচ্ছা পূরণ হবে এবং পাশাপাশি তারা দীনের সঠিক শিক্ষা পাবে।

পরিশেষে যাদের কথা না বললেই নয়, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বইটি প্রকাশ করতে পেরেছি, অনুবাদক- মাও. মিজানুর রহমান ফকির, সম্পাদক- আবদুল্লাহ মজুমদার। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মুফতি সাইফুল ইসলাম ভাই এর প্রতি। যিনি ভাষা সম্পাদনা ও পৃষ্ঠাসজ্জায় সময় দিয়ে এর মান আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। মানুষ হিসেবে আমরা ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নই। তাই সম্মানতি পাঠক মহোদয়ের নিকট আবেদন, গ্রন্থটিতে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব -ইনশাআল্লাহ।

মা'য়াসসালাম

আমজাদ হোসেন

সূচিপত্র

পাখির দল : ১৩
কাঁটা : ১৫
কোট/জামা : ১৭
আয়না : ১৯
ঘৃণ্যবালক : ২১
ভূত : ২৪
জান্নাতের প্রতিবেশী : ২৬
দাঁতের ঔষধঃ ২৯
মানিব্যাগ : ৩১
বিষ : ৩৪
বেল্ট বা কোমরবন্ধ : ৩৬
রাগ/ক্রোধ : ৩৮
প্রতিযোগিতা : ৪০
স্বর্ণ : ৪২
চোর : ৪৪
খাদ্যের টুকরোঃ ৪৬
টাকা : ৪৮
মধ্যস্থতাকারী : ৫০
লুকোচুরি খেলা : ৫২
আনন্দ নষ্ট করা : ৫৪
চেরি গাছ : ৫৬
সাহসী ছেলে : ৫৮
ছাগল ছানা : ৬০
মেধাবী ছেলে : ৬২
প্লাস্টিকের প্লেট : ৬৪
ঝর্ণা কলম : ৬৬
একজন মিথ্যাবাদী : ৬৮
বাদামগাছ : ৭১
প্রতিধ্বনি : ৭৩
পাউরুটি : ৭৫
কৃপণ : ৭৭
জুতা : ৭৯
গাড়ী : ৮১
স্মোক ঘোড়া : ৮৪
রোদে শুকানো ইট : ৮৭
অতিথি : ৯০
কাঠুরিয়া : ৯২
রক্তাক্ত ফাইল : ৯৫
কুকুর : ৯৮
হলুদ রঙয়ের গাভী : ১০০

[০১]

পাখির দল

[THE BIRDS]

একদিন এক শিকারী পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে একটি জলের ধারে তার জাল (ফাঁদ) পেতেছিল। জালের ভিতর রাখা ছিল বেশ কিছু শস্যদানা। পাখিরা এগুলো খেতে এসে তার ফাঁদে পড়ে গেল। কিন্তু শিকারী যখনই পাখিগুলো ধরার জন্য জালটি গুটানোর চেষ্টা করবে বলে ভাবল ঠিক তখনই হঠাৎ করে পাখিগুলো জাল সহ উড়ে চলে গেল।

পাখিগুলোর সম্মিলিত চেষ্টা ও সহযোগিতা দেখে শিকারী খুবই অবাক হলো। "কীভাবে পাখিগুলো একই সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে!" অবাক হয়ে সে তা দেখতে লাগলো। সে সিদ্ধান্ত নিলো যে, সে পাখিগুলোর পিছু নিবে এবং এর শেষ পরিণতি কী হয় তা সে দেখেই ছাড়বে।

পথে এক লোকের সাথে তার দেখা হলো। পথিক লোকটি তাকে (শিকারীকে) জিজ্ঞাসা করলো: "এত দ্রুত কোথায় ছুটে যাচ্ছেন?"

শিকারী আকাশে উড়ে চলা পাখিগুলোর দিকে দেখিয়ে লোকটিকে বলল: "আমি এগুলো ধরতে যাচ্ছি।"

শিকারীর কথা শুনে লোকটি হেসে বললো:

“আল্লাহ আপনাকে বুঝ দান করুন! আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, উড়ে চলা ঐ পাখিগুলোকে আপনি ধরতে পারবেন?”

শিকারী জবাবে বললো:

“জালে (ফাঁদে) যদি মাত্র একটি পাখি থাকত তাহলে আমি কখনও তা ধরার আশা করতাম না। কিন্তু ওখানে অনেকগুলো পাখি। সুতরাং অপেক্ষা করে দেখতে থাকুন; অবশ্যই আমি এগুলো ধরবে ফেলবো।”

শিকারী ঠিকই বলেছিল; কারণ যখন রাত নেমে আসলো, আর পাখিগুলো তাদের নিজ নিজ বাসায় ফেরত যেতে চাইলো তখন কেউ যেতে চাইলো জঙ্গলের দিকে, কেউবা জলাশয়ে, আবার কেউবা পাহাড়ে কিংবা ঝোপঝাড়ে। সুতরাং তাদের কেউ-ই সফল হলো না। ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো। জালসহ সবগুলো পাখিই নিচে পড়ে গেল। আর অমনি শিকারী তার জাল ধরে ফেললো, সাথে সবগুলো পাখিও।

বেচারা পাখি, ওরা কতই না বোকা! যদি তারা আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নের এই বাণীটি জানতো তাহলে তারা কখনই বিশৃঙ্খল হতো না এবং তারা (এদিক-ওদিক না গিয়ে) একই দিকে উড়ে যেতো। ফলে তারা শিকারীর হাতে ধরাও পড়তো না:

«فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ». [رواه النسائي]

[Do not separate from one another! The lamb that abandons its herd will be eaten by the wolf.]

“অতএব, তোমরা দলবদ্ধতাকে অত্যাবশ্যকীয়রূপে গ্রহণ করো; কেননা নেকড়ে বাঘ (দল থেকে) বিচ্ছিন্ন ছাগলকে খেয়ে ফেলে।” [সুনান আন-নাসায়ী, হাদীস নং ৮৪৭]

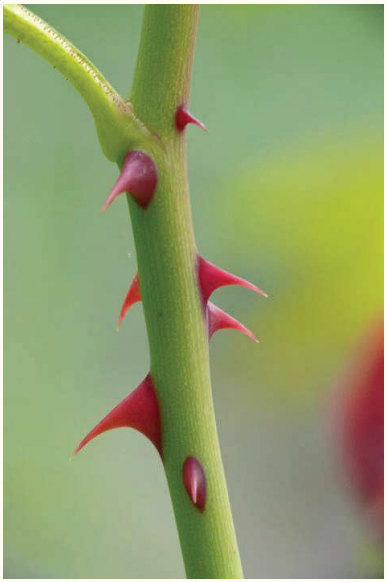

[০২]
কাঁটা
[A THORN]

এক সময়ে কোনো এক দেশে নির্মম ও ভয়াবহ একটি শাস্তির নিয়ম চালু ছিল। আর তা হচ্ছে- অপরাধী ব্যক্তিদেরকে ক্ষুধার্ত সিংহের কাছে ছেড়ে দেয়া হতো। আর এই বীভৎস দৃশ্যটি দেখার জন্য এলাকার সকল মানুষ সেখানে জড়ো হতো।

সেদিনের সে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি ছিল একজন ক্রীতদাস, যে তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী তাকে চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দেয়া এক মাঠে নিক্ষেপ করা হলো। তারপর সেখানে একটি ক্ষুধার্ত সিংহকে ছেড়ে দেয়া হলো। সিংহটি হাতের কাছে এমন আহার পেয়ে দ্রুত গরীব-অসহয় এ লোকটির উপর আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ঠিক এমন সময় হঠাৎ সে নিজেকে সামলে নিলো। তারপর সে ক্রীতদাসটির হাত চাটতে লাগলো!

চারিদিকে উপস্থিত জনতা তো হতবাক! এটা কী করে সম্ভব? সবাই ক্রীতদাসের কাছে গিয়ে এর কারণ জানতে চাইল, কেন সিংহটি তোমার উপর আক্রমণ করলো না?

ক্রীতদাস জবাব দিলো:

"একদিন আমি এ সিংহটিকে জঙ্গলের ভিতর দেখতে পেলাম। তার থাবার (পাঞ্জার) ভিতর একটি কাঁটা বিধে যাওয়ার কারণে ব্যথা ও যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছিল। তখন আমি তার থাবা (পাঞ্জা) থেকে কাঁটাটি

বের করে দিয়েছিলাম। আর সেদিন থেকেই আমরা একে অপরের ভালো বন্ধু হয়ে যাই।”

উপস্থিত জনতার মনে এ ঘটনা স্পর্শ করলো। তারা মর্মাহত হলো। তারা সিংহ এবং ক্রীতদাস উভয়কে মুক্ত করে দিলো।

মুক্ত হয়ে সিংহটি জনতার সামনেই ক্রীতদাসকে এমনভাবে অনুসরণ করতে লাগলো যেন এটি তার পোষা বিড়াল।

প্রিয় পাঠক!

কতইনা যথার্থ আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী:

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ». [رواه الترمذي]

[God shows his mercy to those who are merciful. Have compassion to creatures on earth so that those in heaven may have mercy upon you.]

“দয়াবান আল্লাহ তা‘আলা দয়ালুদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। সুতরাং যারা যমীনে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন (আল্লাহ) তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।” [সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২৪]

[০৩]

কোট/জামা
[THE COAT]

একবার আহমাদ নামে খুবই দুঃখী এক ব্যক্তি ছিলো। যুদ্ধের বছরগুলোতে সে তার মালিকানাধিন প্রায় সবকিছুই হারিয়ে ফেলে। সে একেবারেই নিঃস্ব এবং অসহায় হয়ে যায়। তার স্ত্রী মারা যায় এবং তার একমাত্র ছেলেকেও সে হারায়। সে জীবিকা নির্বাহের জন্য শহরে একটি চাকুরি করতো। এটা দিয়ে সে কোনো মতে চলতে পারতো। যখন শেষ পর্যন্ত তার শহরের চাকুরিটাও চলে গেলো; তখন সে উপায়ান্তর না পেয়ে কোনো এক পল্লী অঞ্চলে এসে রাখাল হিসেবে কাজ শুরু করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলো।

একদিন, তার মেষগুলোকে যখন রাস্তার এক পার্শ্বে চরাচ্ছিল তখন সে দেখতে পেলো যে, একদল লোক একজন যুবককে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। এই যুবকটি অবশ্যই তার (আহমাদের) চেয়ে আরো গরীব ছিলো। যুবকটি তার জীর্ণ-শীর্ণ পাতলা জ্যাকেটের নিচে কাঁপছিল। রাখাল আহমাদ এটা দেখে তাৎক্ষণিক তার নিজ শরীরের কোটটি খুলে যুবকের গায়ে পরিয়ে দিলো। আহমাদ এই কোটটি বেশ কয়েক বছর যাবৎ ব্যবহার করছিলো।

যুবকটি যখন হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছিলো, ঠিক এমন সময় কে যেন তাকে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাক দিলো। সে খুব অবাক হয়ে পিছনে ফিরে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটিকে কোনোক্রমেই চিনতে পারল না। যে যুবকটি তাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করেছিল সেও লোকটিকে দেখে অবাক হলো।

বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করে যুবকটি বলল: "আমি দুঃখিত জনাব, আমি আপনার পরনে কোটটি দেখে ভুল করে ফেলেছি। কারণ, এমন একটি কোট আমার বাবার ছিল যাকে আমি বিগত কয়েক বছর ধরে দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম যে, আপনি আমার বাবা।"

অসুস্থ যুবকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল: "কে তোমার বাবা?" কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে বুঝতে পারল যে, এ যুবকটিই রাখাল আহমাদের হারানো সেই ছেলে। তখন অসুস্থতার সুরে যুবকটিকে বলল: "তুমি ভুল করনি। এ কোটটি আসলেই তোমার বাবার।"

হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেয়ার পর তারা উভয়ই গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলো। কোটের বিনিময়ে আহমাদ ফিরে পেল তার হারানো ছেলেকে।

সুতরাং দেখুন, কতইনা সত্য আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী:

«إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». [رواه البخاري]

[Every kindness will be rewarded tenfold.]

"নিশ্চয় প্রত্যেক সৎকাজের পুরুস্কার তার দশগুণ।" [সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ১৯৭৬]